

ঋণ থেকে উন্নয়ন : মিনু বেগমের সফলতার গল্প।

“একসময় সংসার চালানোই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এখন আল্লাহর রহমত, আমার ও পরিবারের সকলের পরিশ্রম আর পপির সহায়তায় আমরা শুধু স্বাবলম্বীই নই, ভবিষ্যৎ নিয়েও স্বপ্ন দেখতে পারি।” কথাগুলো বলছিলেন চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা উপজেলার বাইশ কলোনী এলাকার মিনু বেগম।



মিনু বেগমের ছোট্ট সংসার। স্বামী একরাম শেখ পেশায় একজন মিস্ত্রি এবং তাদের তিনটি সন্তান। বড় ছেলে বিবাহিত এবং অন্যত্র বসবাস করেন। তার ছোট ছেলে মিঠু শেখ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ১টি মাত্র মেয়ে মিতু শেখ বর্তমানে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে।

একসময় এই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল স্বামীর মিস্ত্রির কাজ। সীমিত আয়ে সংসারের খরচ মেটানো, সন্তানদের পড়াশোনা এবং নিত্যদিনের প্রয়োজন পূরণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যেন ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

২০২৩ সালে মিনু বেগম পপির কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বাইশ কলোনী মহিলা সমিতির সদস্য হন। তখন তাদের সম্পদ বলতে ছিল মাত্র একটি বাছুর এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

২০২৪ সালে পপি থেকে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং অন্যান্য উৎস থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তিনি একটি দুধেল গাভী ক্রয় করেন। সেই গাভী প্রতিদিন প্রায় ২০ কেজি দুধ দিত, যা বিক্রি করে তিনি দৈনিক প্রায় ১,৪০০ টাকা আয় করতে শুরু করেন। এই আয় তাদের জীবনে আশার আলো নিয়ে আসে।

কিন্তু মিনু বেগম এখানেই থেমে থাকেননি। দুধ বিক্রির আয়, বাছুর বিক্রি এবং ধারাবাহিকভাবে ঋণের অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে তিনি ধীরে ধীরে গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়াতে থাকেন।



আজ মিনু বেগমের খামারে রয়েছে ৫টি গাভী ও কয়েকটি বাছুর। প্রতিদিন প্রায় ৬০ কেজিরও বেশি দুধ উৎপাদন হয়, যার বাজারমূল্য ৪,০০০ টাকারও বেশি। এর পাশাপাশি রয়েছে ৫টি ছাগল।

শুধু গবাদিপশু নয় পরিবারটি ৪কাঠা জমি চুক্তিতে নিয়ে কলা ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ শুরু করেছে। বর্ষা মৌসুমে কলা ও সবজি বিক্রি করে তারা ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে।

মিনু বেগম তার সঞ্চয় থেকে হাঁস ও মুরগি কিনে লালন-পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার ২০টি হাঁস ও ১০টি মুরগি আছে। ডিম ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে নিয়মিত আয় হচ্ছে।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এখন আয়বর্ধক কাজে যুক্ত। স্বামী একরাম শেখ ও ছেলে মিঠু গবাদিপশু পালন এবং সবজি ক্ষেতের দেখাশোনা করেন। অন্যদিকে মিনু বেগম ও তার মেয়ে হাঁস, মুরগি ও ছাগল পালনের পাশাপাশি সবজি উৎপাদনেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।



মিনু বেগম বলেন,

“একসময় অভাবের কারণে অনেক কষ্টে দিন কাটত। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আশা ছিল না। এখন আমাদের একাধিক আয়ের উৎস আছে। আমরা সঞ্চয় করতে পারছি, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারছি এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করছি। এখন আমার স্বপ্ন অনেক বড় – গবাদিপশুর খামার আরও সম্প্রসারণ করা, মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলা। আমার সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা”

আজ মিনু বেগম শুধু একজন সফল খামারি নন; তিনি তার এলাকার নারীদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। মিনু বেগমের গল্প শুধু একজন নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গল্প নয়; একটি পরিবারের সম্মিলিত পরিশ্রম, সঠিক বিনিয়োগ এবং আয়ের বহুমুখীকরণের (diversified source of income) মাধ্যমে টেকসই স্বাবলম্বিতা (sustainable Self - Reliance) অর্জনের অনন্য উদাহরণ। ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ কিভাবে একটি পরিবারকে দারিদ্র থেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, তার জীবন্ত প্রমাণ মিনু বেগম ও তার পরিবার।